সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪১
WEEKLY BOOKLET:241

মাসিক ফয়যানে মদীনার একটি শিরোনামে প্রকাশিত
আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত নতুন বিষয়াবলীর সমাহার

অপরকে বুঝানোর পদ্ধতি

অমূল্য সম্পদ

অহেতুক প্রশ্ন করার অভ্যস্ত

সন্তানদের এটাও শিক্ষা দিন

নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপায়

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অপরকে বুঝানোর পদ্ধতি

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই **"অপরকে বুঝানোর পদ্ধতি"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে প্রত্যেকটি কাজ শরীয়াত ও সুন্নাত মোতাবেক করার সৌভাগ্য দান করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করবে। **(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অপরকে বুঝানোর কতিপয় কার্যকরী উপায়

হযরত বিবি উম্মে দারদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইকে গোপনে বুঝালো তবে সে তাকে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করলো আর যে ব্যক্তি তাকে প্রকাশ্যে ও মানুষের সামনে বুঝালো তবে সে তার ভাইকে দোষারূপ করলো।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১২, হাদীস ৭৬৪১)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! অপরকে বুঝানোও একটি শিল্প, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় যেনো আমরা তা আয়ত্ব করে নিতে পারি, যদি শরয়ীভাবে কাউকে বুঝানো আপনার জন্য আবশ্যক হয় আর আপনি এর উপযুক্তও হন, তবে বড়দের সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ সহকারে বুঝান। আক্রমনাত্মক ভাবে বা ধমক দিয়ে যদি বুঝান তবে হয়তো সম্বোধিত ব্যক্তি চুপ হয়ে যাবে কিন্তু আন্তরিকভাবে নিজের সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হবে না। প্রায় মানুষের বুঝানোর ধরণ খারাপ ও আক্রমনাত্মক হয়ে থাকে, যার কারণে সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝতে পারে না আর অনেক সময় বিগড়ে হয়ে যায়। বিশেষকরে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে আক্রমনাত্মক ভাবে একে অপরকে বুঝিয়ে থাকে, এতে সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে জেদই সৃষ্টি হবে, যদিও সে ভুলের মধ্যে রয়েছে আর তার সত্তাও স্বীকার করছে যে, আমি ভুলের মধ্যে রয়েছি কিন্তু সে এরূপ সংশোধনমুলক কথা কখনোই গ্রহন করবে না আর ভাববে যে, যদি নিজের ভুল স্বীকার করি তবে হয়তো সম্বোধিত ব্যক্তি আমার উপর আরো চড়াও হবে, তাই সে নিজে সঠিক হওয়ার ব্যাপারে উল্টাপাল্টা দলীল দিতে থাকবে।

মনে রাখবেন! আমাদের মধ্যে কেউই "শয়তান প্রুফ" (শয়তান হতে নিরাপদ) নয়, তাই বুঝানোর ধরণ

www.dawateislami.net

এমন হোক যে, যার ফলে সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে যেনো জেদ সৃষ্টি না হয় আর শয়তান তার সংশোধনকে তার দৃষ্টিতে অসম্মান বানিয়ে যেনো উপস্থাপন করতে না পারে, যেমন; যদি তার মাঝে কোন ভালো বিষয় থাকে বা তার কথায় কোন ভালো বিষয় থাকে তবে সে ব্যাপারে জায়িযভাবে তার কিছু প্রশংসা করে নিন, অতঃপর তার ভুলের দিকে ইশারা করে দিন, এরপর এরূপ বলে দিন যে, যদি আমার ধারণা ভুল হয় তবে হাত জোর করে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, ওয়াটসআপের মাধ্যমে করজোড় (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার) স্টিকারও পাঠিয়ে দিন, মোটকথা এমন উপায় কখনোই অবলম্বন করবেন না যে, যার কারণে সম্বোধিত ব্যক্তির জেদ সৃষ্টি হয় আর তার রাগ চলে আসে। বুঝানোর ক্ষেত্রে কৌশল, প্রেম, ভালবাসা ও নম্র ধরণ হলে তবে যাকে বুঝানো হচ্ছে সে সংশোধন হওয়ার জন্য ভাববে আর তার নিজের সংশোধনের কোন না কোন ক্ষেত্র পেয়ে যাবে।

কিছু লোক এমনও হয়ে থাকে, তাদের নিকট যাদেরকে সংশোধন করবে তাদের নম্বর থাকে না তখন সে অডিও বা ভিডিও বানিয়ে অতঃপর পোস্ট প্রস্তুত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বার্তাটির সাথে জুড়ে দেয় যে, আমার নিকট অমুকের নম্বর নেই অতএব তার সাথে যার যোগাযোগ

www.dawateislami.net

রয়েছে সে যেনো আমার বার্তাটি তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, এরূপ করা উচিৎ নয়, সম্বোধিত ব্যক্তিকে লাখো মানুষের সামনে অপমান ও অসম্মান করে আপনি বলছেন যে, তাকে বলে দাও, যেনো এমন না করে, সে যদি নিজের সংশোধন করেও নেয় তবে লাখো মানুষকে কে বলতে যাবে যে, তার সংশোধন হয়ে গেছে, এটাও হতে পারে যে, আপনি ভুল ধারণায় ছিলেন, সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট আপনার কথার উত্তরও থাকতে পারে, অতঃপর আপনার উপর ওয়াজিবও তো নয় যে, লাখো মানুষের নিকট তার বার্তা পাঠিয়ে আপনি বলছেন: সংশোধন হয়ে যাও! এই ধরণের আচরনে সম্বোধিত ব্যক্তি অপমানিত হয়, তার অন্তরে বিদ্ধেষ সৃষ্টি হতে পারে, যদি সে তার ভুলের সংশোধন করেও নেয় তবুও সে হয়তো আপনার প্রতি অসন্তুষ্টিই থাকবে।

আপনার বড় কেউ যদি কোন নাজায়িয কাজ বা কথা বলে আর আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি অমুক কিতাবে এভাবে লিখা রয়েছে আর আপনার প্রবল ধারণা যে, আমি বুঝালে তিনি মানবেন তবে এখন বুঝানো ওয়াজিব, আর বুঝানোর ধরণ এরূপ রাখা যেতে পারে যে, সেই কিতাব খুলে তাকে দেখিয়ে দেয়া আর ভালবাসা সহকারে এরূপ বলে দেয়া যে, আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন, এখানে কি লিখেছে? যদি

www.dawateislami.net

তিনি জ্ঞানী হন তবে নিজেই বুঝে নিবেন। যাইহোক ভুল ছোটরাও বলবে আর তা যদি আসলেই ভুল হয় তবে বড়দেরও অন্তর বড় করে মেনে নেয়া উচিৎ, কেননা এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহীত। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের প্রেরণা দান করুক।[১] اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, জুন ২০২১ইং)

অমূল্য সম্পদ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় থাকবে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনূভব করবে: (১) সবচেয়ে বেশি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলকে** ভালবাসা (২) **আল্লাহ পাকের** জন্য কাউকে ভালবাসা (৩) যেমনিভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে খারাপ মনে করে তেমনিভাবে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকেও খারাপ মনে করে। (বুখারী, ১/১৭, হাদীস ১৬) হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলতেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! যার নিজের মন্দ পরিণতির ভয় থাকে না তার মন্দমৃত্যু হয়ে থাকে। (কুতুল কুলুব,

১. এই বিয়বস্তুটি ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ইং অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছ থেকে আরো বিস্তারিত পরামর্শ নিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

২/২২৮) হায়! যদি আমাদের সকলের ঈমানের নিরাপত্তার সত্যিকারের মানসিকতা নসীব হয়ে যেতো, শতকোটি আফসোস! সর্বদা মন্দ পরিণতির ভয়ে অন্তর আতঙ্কিত থাকতো, দিনে বারবার তাওবা ও ইসতিগফার অব্যাহত থাকতো। **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দরবারে ঈমানের নিরাপত্তার ভিক্ষা প্রার্থনা অব্যাহত থাকতো। যেমনিভাবে দুনিয়াবী ধন সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অলসতা সে সম্পদ নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে ঠিক তেমনিভাবে বরং এরচেয়েও বেশি নাজুক বিষয় হলো ঈমান।

আমার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কিরাম বলেন: যার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার ভয় থাকে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান হারানোর আশংকা রয়েছে। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৪৯৫ পৃষ্ঠা) হে আশিকানে রাসূল! সম্পদের নিরাপত্তার যত চিন্তা থাকে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা করা আবশ্যক, কেননা ঈমান হলো অমূল্য সম্পদ। যদি نَعُوْذُ بِاللهِ نَعُوْذُ بِاللهِ نَعُوْذُ بِاللهِ শেষ পরিণতি কুফরের উপর হয়ে যায় তবে সর্বদার জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে, যতই নামায পড়ে থাকুক না কেন, তাহাজ্জুদ পালনকারী হোক না কেন, দান-সদকাকারী হোক না কেন, যদি মৃত্যু ঈমানের উপর না হয়

www.dawateislami.net

তবে কিছুই কাজে আসবে না, হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم অর্থাৎ সকল কাজের ফলাফল শেষ পরিণতির উপর। (বুখারী, ৪/২৭৪, হাদীস ৬৬০৭) এই হাদীসে পাকের আলোকে ব্যাখ্যাকারকগণ বলেন: চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের ভিত্তি মৃত্যুর সময় মানুষের শেষ আমলের উপর রাখা হয়েছে, কেননা মৃত্যুর সময় আযাবের ফিরিশতাদের দেখার পূর্বে বান্দা যদি ঈমান নিয়ে আসে তবে **আল্লাহ পাক** তার কুফর ও কুফরী আমলগুলো মিটিয়ে দেন, অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের শেষ পরিণতি কুফরের উপর হলে তবে তার আমল নষ্ট করে দেয়। (উমদাতুল ক্বারী, ১৫/৫৬৫। শরহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, ১০/৩০৬)

হে আশিকানে রাসূল! বর্তমান সময়টা খুবই স্পর্শকাতর, দিন দিন বিভিন্ন ধরণের ফিতনা সামনে আসছে। মন্দ মৃত্যুর ভয় ও ঈমানের নিরাপত্তার প্রেরণা বৃদ্ধি করার জন্য উত্তম পরিবেশ এবং উত্তম সহচর্য অবলম্বন করুন, ওলামায়ে আহলে সুন্নাত বিশেষ করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কিতাব পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।[১]

১. এই বিষয়গুলো বিভিন্ন মাদানী মুযাকারা ও অন্যান্যদের সহায়তায় প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে চেক করানোর পর উপস্থাপন করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

খোদায়া বুরে খা'তিমে সে বাচানা,
পড়োঁ কলমা জব নিকলে দম ইয়া ইলাহি!

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, মুহররম ১৪৪১হিঃ)

গালি দেয়ার ক্ষতি

কথিত আছে: একটি লোহার বন্ধ দোকানে একটি সাপ প্রবেশ করলো, তার শরীর সেখানে পড়ে থাকা একটি করাতের সাথে লেগে সামান্য ক্ষত হয়ে গেলো, সেই সাপটি পাল্টা উত্তরে পূর্ণ শক্তি দিয়ে করাতকে দংশন করলো যার ফলে তার মুখেও ক্ষত হয়ে গেলো, সে রাগান্বিত হয়ে নিজেকে করাতের সাথে জড়িয়ে ফেললো আর নিজের শত্রু ভেবে সেটাকে চাপ দিতে লাগলো, যার কারণে সে নিজেই মারা গেলো। **হে আশিকানে রাসূল!** সেই বোকা সাপের মতো রাগী লোকেরাও বোকামীর পন্থা অবলম্বন করে, অন্যকে কষ্ট দেয় ও ক্ষতি করার চেষ্টা করে থাকে। কথায় কথায় গালি দিয়ে থাকে, অনেকে তো গালাগালির এমন চোরাবালিতে ধ্বসে যায় যে, প্রত্যেকটি জিনিস যেমন; গাধা, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি পশুদেরকেও গালি দিয়ে থাকে, দেয়ালে ধাক্কা লাগে তো সেটাকে গালি, দরজা না খুললে তবে সেটাকে গালি, গাড়ি স্টার্ট না হলে তবে গালি, কল না গেলে তবে নেটওয়ার্ককে গালি, মোটকথা প্রত্যেকটি জিনিসকেই নিজের

www.dawateislami.net

গালির পাত্র বানিয়ে নেয়। কথায় কথায় রাগান্বিত হয়ে গালাগালি করা লোক ঐ বোকা সাপের ন্যায় সম্মান দিক থেকে জন্য নিজের প্রাণ হারিয়ে বসে।

মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে গালি দেয়া, তার সম্মানহানি করা গুনাহের কাজ। (১) **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সূদ হলো ৭০টি গুনাহের সমষ্টি আর এর মধ্যে সর্বনিম্ন হলো যে, কোন মানুষ তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করা আর সুদের চেয়ে বড় গুনাহ হলো কোন মুসলমানকে অপমান করা। (মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/১২৪, হাদীস ১৭৩) (২) গালি গালাজকারী লোক যদি মালিক হয়, তবে তার কর্মচারী, স্বামী হলে তবে তার স্ত্রী, শিক্ষক হলে তবে তার ছাত্ররা তার প্রতি বিরক্ত থাকে, যদি সম্মানও করে তবে তা শুধুমাত্র নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অথবা তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য, আর যার সম্মান তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য করা হয় হাদীসে পাকে তাকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলা হয়েছে। (দেখুন: বুখারী, ৪/১৩৪, হাদীস ৬১৩১) (৩) গালি গালাজকারী ব্যক্তি খুবই নিকৃষ্ট লোক, যেমনটি হাদীস শরীফ রয়েছে: "سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ" অর্থাৎ কোন মুসলমানকে গালিগালাজ করা গুনাহ। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/১৯০, হাদীস ৪৮১৪) (৪) ঝগড়ার সময় গালি দেয়ার অভ্যাসকে মুনাফেকির

www.dawateislami.net

নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন বলা হয়েছে। (দেখুন: বুখারী, ১/২৫, হাদীস ৩৪) অতএব গালি গালাজকারী এক প্রকার নিজেকে মুনাফিকের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করছে।

মনে রাখবেন! মুসলমানকে গালি দেয়া ও তার মনে কষ্ট দেয়া হারাম এবং জাহান্নাম নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, আজই সত্যিকার তাওবা করার পাশাপাশি প্রত্যেক ঐসকল মুসলমানের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন, যাদেরকে গালি দিয়েছেন বা অন্যায়ভাবে মনে কষ্ট দিয়েছেন, যাতে দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান থেকে বাঁচতে পারেন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নিজেদের মুখের উত্তম ব্যবহার করার এবং একে গালিগালাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার তৌফিক দান করুক।[১]

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (ফয়যানে মদীনা, জুমাদিউল উলা ১৪৪২হিঃ)

আপনার সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষা দিন!

আজকাল অধিকাংশ মুসলমান নিজের সন্তানকে শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং এর জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়, তাদেরকে নামী-দামী স্কুলে পড়ায় ও হাজার হাজার টাকার কোচিং ক্লাস তাদের জন্য ব্যবস্থা

১. এই বিয়বস্তুটি ১৩ যিলকদ ১৪৪১ হিঃ অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর কাছ থেকে আরো বিস্তারিত পরামর্শ নিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

করে থাকে। পক্ষান্তরে তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অলসতার অবস্থা এমন যে, অধিকাংশরাই দেখে দেখে কুরআন শরীফ পড়তে পারে না, এমনকি আমি তো এমন অনেক লোক দেখেছি যাদের বাচ্চারা ইংলিশ তো ভালো পারে কিন্তু কলেমা বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে না। অনুরূপভাবে তারা ঐসকল আকিদা সম্পর্কে জানেও না, যেগুলোর উপর মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান এবং পরকালিন মুক্তি নির্ভর করে, দুনিয়াবী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করার পরও তারা নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদত সম্পর্কিত মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জানে না, অযু ও গোসলের সঠিক পদ্ধতি, নামাযের আরকান বা জানাযার নামাযের দোয়া তো শুনাতেই পারে না, সাধারণত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন না করা ও শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারী সন্তানরা আজকাল নিজেদের পিতামাতাকে বেশি কষ্ট দেয় এবং তাদের ইচ্ছার শ্বাসরোধ করতে দেখা যায়, নিজের বৃদ্ধ পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো সন্তানরা সাধারণত দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে থাকে, দ্বীনে ইসলামের প্রতি مَعَاذَ الله অসন্তুষ্ট ও এর মৌলিক বিধানের প্রতি বিভিন্ন ধরণের আপত্তিকারীরাও শুধুমাত্র দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারদর্শি হিসাবে দেখা যায়।

www.dawateislami.net

এই পর্যন্ত যত আত্মহত্যা হয়েছে আশা করা যায় এর মধ্যে একজনও ইলমে দ্বীনের আলিম পাওয়া যাবে না এবং **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে ভবিষ্যতেও এরূপ মুবারক লোকদের ব্যাপারে আপনারা এমন কথা শুনবেন না, অবশ্য আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে বড় একটি সংখ্যা দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারী হিসাবে দেখা গেছে। আমাদের দুনিয়াবী ও আখিরাতের কল্যাণ এতেই নিহীত যে, নিজের সন্তানকে অবশ্যই দ্বীনী শিক্ষা দিন, যদি দুনিয়াবী শিক্ষা দিতেই হয় তবে অবশ্যই প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা শিখানোর পর ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে এবং শরীয়াত নির্দেশিত মূলনীতির উপর আমল করে তাদেরকে দুনিয়াবী ইলম শিক্ষা দিন।

মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিন যেমনিভাবে অন্যান্য নেয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে, তেমনিভাবে সন্তানও একটি নেয়ামত, তাদের ব্যাপারেও আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। নিজের সন্তানকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দিয়ে দুনিয়াতেই সেই প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করে নিন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এক ব্যক্তিকে বলেন: “নিজের সন্তানকে উত্তম প্রশিক্ষণ দাও, কেননা তোমাকে তোমার সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি তাদেরকে কিরূপ প্রশিক্ষণ দিয়েছো এবং তুমি তাদের কি

www.dawateislami.net

শিখিয়েছো।” (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪০০, হাদীস ৮৬৬২) সুতরাং নিজের সন্তানকে ঐসব কিছু শিখান যেগুলোর কারণে কিয়ামতের দিন আপনাকে অপদস্থতার সম্মুখীন হতে না হয়। **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদবের চেয়ে মূল্যবান কোন উপহার দেয়নি।” (তিরমিযী, ৩/৩৮৩, হাদীস ১৯৫৯)

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “উত্তম আদব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সন্তানকে ধার্মিক, খোদাভীরু, পরহেযগার বানানো। সন্তানের জন্য এরচেয়ে উত্তম উপহার কি হতে পারে যে, এই জিনিস দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে আসবে। পিতামাতার উচিত, সন্তানকে শুধুমাত্র সম্পদশালী বানিয়ে দুনিয়া থেকে না যাওয়া বরং উচিৎ, তাদেরকে ধার্মিক বানিয়ে যাওয়া, যা স্বয়ং তাদের কবরেও কাজে আসবে, কেননা জীবিত সন্তানের নেকীর সাওয়াব মৃতরা কবরে পেয়ে থাকে।” (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪২০) **আল্লাহ পাক** ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে আমাদেরকে সন্তানদের দ্বীন শিখানোর তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (ফয়যানে মদীনা, যিলহজ্ব, ১৪৪১হিঃ)

www.dawateislami.net

মীমাংসায় কল্যাণ রয়েছে

রমযানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরীর ২৫তম রাত তারাবীর নামাযের পর অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায় একটি প্রশ্ন করা হলো: আমার বাবার সাথে আমার চাচা ও আরো কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে, এমতাবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? আমরাও কি ঐ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো নাকি অন্যান্য আত্মীয়দের মতো তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিৎ?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, আল্লামা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: পিতামাতার ঝগড়ায় সন্তানদের না জড়ানো উচিত, চাচার সাথে ভাতিজার সম্পর্ক বজায় রাখতেই হবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম, যদি দুই ভাই পরস্পর অসন্তুষ্ট থাকে আর এই কারণে ছেলে নিজের চাচার সাথে সাক্ষাত না করে তবে এরূপ করা উচিত নয়, ঝগড়া যদিও পিতার সাথে তার ভাইয়ের হোক বা মায়ের সাথে তার বোনের, সন্তান নিজের পিতামাতার ঝগড়ার কারণে সম্পর্ক বজায় রাখা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না, তাছাড়া ভাই বোনের সাথে, ভাই ভাইয়ের সাথে, বোন বোনের সাথে পরস্পর অসন্তুষ্টি রাখা উচিত নয় বরং সাহস করে নিজে অগ্রসর হয়ে মীমাংসা করে নেয়া উচিত।

www.dawateislami.net

ঘটনা: আমাদের বড়দের মধ্যে কিছু সমস্যা হয়েছে, হয়তো এই কারণে আমার (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাতের) খালার বাড়ীতে আমাদের আসা-যাওয়া বন্ধ ছিলো আর তারাও আসতো না। খারাদরে শহীদ মসজিদের পাশে খালার বাড়ি ছিলো আর আমি সেই মসজিদে ইমামতি করতাম। **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমার তৌফিক নসীব হয়েছে আর আমি সাহস করে খালার বাড়ি গেলাম (আমারতো এমনিতেই তাঁর সাথে কোন ঝগড়া ছিলো না), আমাকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: তুমি? আমি বললাম: হ্যাঁ! আমি মীমাংসা করতে এসেছি, ক্ষমা করে দিন! খালুর সাথে দেখা হলে তিনি বললেন: তুমি এতো বড় মানুষ হয়ে গেছো আর আমাদের সাথে নিজে থেকে সাক্ষাত করতে এসেছো! (এগুলো ঐসময়ের কথা যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** গঠন হয়েছে কিছুদিন হয়েছিলো, কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামীর** কারণে আমার সুনাম হয়ে গিয়েছিলো) এভাবে তাদের সাথে মীমাংসা করে আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং আমার বোন ও অন্যান্যদের বুঝিয়ে শুনিয়ে বললাম: সম্পর্ক ঠিক করে এসেছি সুতরাং তোমরা খালার কাছে যাও, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তারাও খালার কাছে চলে গেলো আর **আল্লাহ পাকের** দয়ায় খালার বাড়ীতে আমাদের আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

সুতরাং যাদেরই পরস্পরের মাঝে অসন্তুষ্টি রয়েছে তাদের মধ্যে কোন একপক্ষ সাহস করুন, তবেই সমাধান হতে পারে, অবশ্য যদি পুরানো কথা মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, "তুমি এটা এটা বলেছিলে, এমন করেছিলে, আমি তবুও চলে এসেছি" তবে হয়তো তারা বলবে: এখনো পর্যন্ত আমরা দরজা বন্ধ করিনি তুমি বেরিয়ে যাও, তুমি এসেছোই বা কেন? সুতরাং যে মীমাংসা করতে যাবে তার নম্র হওয়া উচিৎ, কেননা মীমাংসার দরজার চৌকাঠ সামান্য নিচু, যদি নত হয়ে যায় তবে প্রবেশ করতে পারবে, অহংকার করে গেলে তবে মাথা লেগে যাবে আর সমাধানও হবে না।

যাইহোক যে বিনয় করবে, নত হবে সেই সফল হবে। **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ অর্থাৎ যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রকাশ করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে উন্নতি দান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৭৬, হাদীস ৮১৪০) সুতরাং সকলের মীমাংসা করা উচিত, এই Topic এর ব্যাপারে মাকতাবাতুল মদীনার অনেক সুন্দর একটি পুস্তিকা রয়েছে **"তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলেন"**। এই পুস্তিকাটি পাঠ করলে **আল্লাহ পাক** চাইলে আপনার মানসিকতা তৈরী হয়ে যাবে যে, ঝগড়া

www.dawateislami.net

নয় মীমাংসা হওয়া উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পরস্পর মীমাংসা সহকারে থাকার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (ফয়যানে মদীনা, মুহররম ১৪৪২ হিঃ)

অহেতুক প্রশ্ন করার অভ্যস্তদের জন্য বার্তা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি স্বভাবগতভাবে কাউকে অপ্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করিনা যে, তোমার সন্তান কতজন? তুমি কি কাজ করো? তোমার আয় কতো? ইত্যাদি। অনেকসময় সামনের ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন করা পছন্দও করে না, কেননা যদি বেতন কম হয় তবে বলতে লজ্জা পাবে, আর যদি বলেও দেয় তবে প্রশ্নকর্তা বলবে: এতো কম বেতন! তোমার তো এই এই ডিগ্রি রয়েছে এবং এই এই অভিজ্ঞতা রয়েছে ইত্যাদি, আর যদি তার বেতন বেশি হয় তবে হতে পারে যে, বদ নযর লাগার ভয়ে বলতে দ্বিধাবোধ করবে (অবশ্যই নযর লাগাটা সত্য, কেননা তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত)। অনেকে অযথা ছেলেমেয়ের সংখ্যা, তাদের বয়স, বাগদান ও বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করে করে অপরকে বিরক্ত (Bore) করে থাকে, যদি কারো অবিবাহিত ছেলেমেয়ে সম্পর্কে জানতে সফল হয়ে যায় তবে আরও বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করবে: কি সমস্যা? এদের কেনো বিয়ে দিচ্ছেন না? অনেক বয়স হয়ে গেছে,

www.dawateislami.net

এদের কিছু করুন। কারো বিয়ের যদি কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে জিজ্ঞাসা করবে: "সুসংবাদ" আছে নাকি নেই? এই ধরণের আলোচনায় মহিলারাও পিছিয়ে নেই। **আল্লাহ পাক** তাদেরকেও সঠিক বিবেক দান করুক। কেউ মেয়ের বিয়ে দিলে প্রশ্ন হবে: যৌতুক কতো দিয়েছেন? কি কি দিয়েছেন আর হ্যাঁ স্বর্ণ (GOLD) কতটুকু দিয়েছেন? কারো ঘরে গেলে না চাইতেও পরামর্শ দিয়ে বলবে: এই জিনিসটা তোমার এখানে না রেখে ওখানে রাখা উচিত ছিলো, অনরূপভাবে দরজা ও জানালার ব্যাপারেও বলবে: এটা যদি এরূপ করে নিতে তবে আরো ভালো হতো, অনেক সময়তো ঘরের মালিককে মনেকষ্ট দানকারী কথাও বলে দেয়া হয়, যেমন; আপনার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খেয়াল রাখার প্রয়োজন। একইভাবে কার্পেট, দেয়াল ও ওয়াশরুম ইত্যাদির দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করে থাকে। যারা অনর্থক প্রশ্ন করা থেকে বেঁচে থাকে, আশা রাখা যায় তারা টেনশন ফ্রি থাকার পাশাপাশি অন্যের মনেকষ্ট দেয়া এবং মিথ্যার গুনাহে ফেঁসে যাওয়ার বিপদ থেকেও বেঁচে থাকবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে অনর্থক কথা, অনর্থক প্রশ্ন এবং অন্যান্য অনর্থক কাজ থেকে বাঁচার ও অন্যদেরকে বাঁচানোর তৌফিক

www.dawateislami.net

দান করুক।[১] اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(ফয়যানে মদীনা, জুমাদিউস সানী, ১৪৪০ হিঃ)

নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপায়

গুনাহের বন্যা প্রবল আকার ধারন করেছে, মানুষ গুনাহের স্থানের নিকটবর্তী আর ইলমে দ্বীন শিখার স্থান ও মসজিদ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আগেকার মসজিদ কাঁচা (মাটির তৈরী) ছিলো তবুও নামাযী সাধারণত পাক্কা ছিলো আর এখন এমন যুগ এসেছে যে, মসজিদ তো সিমেন্ট, বালি আর মার্বেল পাথর ইত্যাদি দ্বারা তৈরী হয় কিন্তু নামাযী কাঁচা রয়ে যাচ্ছে, তবে যাদেরকে **আল্লাহ পাক** বাঁচায়। ফিতনায় পূর্ণ এই যুগে অনেক মুসলমান তো এমনিতেই মসজিদে নামাযের জন্য আসে না আর যারা আসে তারা মসজিদে প্রয়োজনীয় সুবিধা (Facilities) সাধারণত খুব কমই পায় অথবা মানহীন পায়, যার ফলে নফস ও শয়তানের তাদেরকে মসজিদ থেকে তাড়ানো সহজ হয়ে যায়। সুতরাং মসজিদের খেদমতের সৌভাগ্য পাওয়া আশিকানে রাসূলের প্রতি আবেদন হলো: **আল্লাহ পাক** আপনাদের প্রচেষ্টাকে কবুল

১. এই বিয়বস্তুটি ২৪ রমানুল মুবারক ১৪৪১ হিঃ অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে চেক করানোর পর উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

করুক, নামাযীদের জন্য আরও সুবিধার ব্যবস্থা করুন, اِنْ شَآءَ الله নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হবে, এভাবে আপনাদের জন্য সাওয়াবে জারিয়া বৃদ্ধি পাবে। নামাযী বৃদ্ধির জন্য আশিকানে রাসূলের দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী নির্দেশনা নেয়ার পর এই ব্যবস্থাপনার উপর আমল করুন।

☆ পৃথিবীর আবহাওয়া আশ্চর্যজনকভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, যাকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global warming) বলা হচ্ছে, যেরূপ গরম এখন পড়ছে পূর্বে তেমন ছিলো না, সুতরাং যাদের সম্ভব হয় তারা নিজেদের এলাকার মসজিদে "এসি" লাগিয়ে দিন ☆ শীতের দিনে মেঝেতে এমন পুরু পাটি বা পুরু কার্পেট বিছিয়ে দিন যাতে কপাল চাপ দিয়ে সহজে সিজদা করা যায় ☆ অযুখানার নল ইত্যাদি ঠিক করে রাখুন, হাত ধোয়ার জন্য সাবান ইত্যাদির ব্যবস্থাও করুন ☆ অযুখানায় লবণাক্ত পানির পরিবর্তে "সুমিষ্ট পানি"র ব্যবস্থা করুন ☆ মসজিদের টয়লেটের গঠন ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে উন্নত করুন এবং যেখানে নামাযীদের আসা-যাওয়া বেশি হয় সেখানে "ইস্তিঞ্জাখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার" জন্য কোন লোককে নিযুক্ত করুন, যে মানুষের ভিড় শেষ হওয়ার পরপরই পরিস্কার করতে থাকবে ☆ অনেক লোক

www.dawateislami.net

WC এর মাধ্যমে শৌচকার্য করতে পারে না বরং তাদের "কমোড" এর প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি মসজিদে কমপক্ষে একটি প্রশস্ত ও বড় সাইজের কমোড থাকা উচিত, এর ছিদ্রও যেনো পেছনের দিকে হয় আর দরজায় বাইরে এর চিহ্ন যেনো লাগানো থাকে, তালা লাগানোর পরিবর্তে এটিকে খোলা রাখুন। ✯ শুনেছি বাইরের দেশে "মসজিদের বাইরে নামাযীদের বসার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা" থাকে এবং চেয়ার (Chairs) রাখা থাকে, যেখানে সাধারণত বৃদ্ধ নামাযীরা (যাদের জন্য বারবার ঘরে আসা যাওয়া কষ্টকর হয়ে থাকে, তারা) আসর ও মাগরিবের পর বসে পরবর্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করে, বরং কোথাও তো "ফ্রিজ" এরও ব্যবস্থা থাকে, এতে নামাযীদের জন্য পানি ইত্যাদি রাখা থাকে, এটি একটি সুন্দর ব্যবস্থা, যেখানে সম্ভব হয় আশিকানে রাসূল মুফতি সাহেব থেকে অনুমতি নিয়ে এটাও বাস্তবায়ন করুন ✯ বিশেষকরে শীতের সময় ইশার নামাযের পর নামাযীদের জন্য "চা" এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবে এর জন্য আলাদা চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে ✯ কতিপয় মসজিদে শরয়ীভাবে অক্ষম নামাযীদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা থাকে কিন্তু অনেকে এই চেয়ারে বসতে পারে না, অনেকসময় চেয়ার শক্ত হওয়ার কারণে উপবিষ্ট

www.dawateislami.net

ব্যক্তির যথেষ্ট কষ্ট হয়ে থাকে, যার ফলে বিশেষ করে বৃদ্ধ নামাযীরা কষ্টের স্বীকার হয়, অতএব সস্তা ও নিম্নমানের চেয়ারের পরিবর্তে 'ভাল ফোমের চেয়ার" রাখুন ☆ যেখানে যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হয়ে থাকে সেখানে একটু বেশি সংখ্যক "আরামদায়ক চেয়ার" রাখুন, কিন্তু যে নিচে বসতে পারে তার নিচেই বসা উচিত। ☆ গ্রাম-গঞ্জে যেখানে যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাফেলা সফর করে, যদি সেখানে ওয়াশরুম বা অযুখানা ঠিক না থাকে তবে সম্ভব হলে কাফেলায় সফররত ইসলামী ভাইয়েরা পরস্পর টাকা জমা করে এই কাজ করিয়ে নিন, এতে সেখানকার নামাযীদের পাশাপাশি ভবিষ্যতে কাফেলা ওয়ালাদের জন্যও সহজতা হয়ে যাবে (পরামর্শ: যখনই অযুখানা বানাবেন, তবে তা উত্তম পদ্ধতিতে বানানোর জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"অযুর পদ্ধতি"** এর পেছনের পাতায় চিত্র দেখে নিন) ☆ মনে রাখবেন! সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে যদি কেউ নামাযী হয় তবে তা ক্ষতি নয় বরং আখিরাতের উপকারই উপকার ☆ ইসলামী বোনদের যেখানে যেখানে ইজতিমা ও আবাসিক কোর্স হয় সেখানেও সুবিধামতো পরামর্শের (Counselling) ভিত্তিতে "উল্লেখিত সুযোগ-সুবিধা" প্রদান করুন। আমাদের সন্তানরা যেনো

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের নাম স্মরণকারী হয়ে যায়, আমাদের মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, মুসলমানরা যেনো নামাযী হয়ে যায় এবং সুন্নাতের উপর আমল করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয়।[১] اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিঃদ্রঃ আহলে সুন্নাতের মুফতির কাছ থেকে নির্দেশনা নেয়া ব্যতীত মসজিদে কোন প্রকার ভাঙচুর বা অতিরিক্ত ব্যয় করবেন না। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধীনে চলা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী নির্দেশনা নেয়ার জন্য এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন: ০৩১১৭৮৬৪১০০ (সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত, শুক্রবার বন্ধ) **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউস সানী ১৪৪১ হিঃ)**

'মসজিদ ভরো কার্যক্রম ও মসজিদ বানাও কার্যক্রম'

মসজিদ আবাদ করার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করুন:

(১) নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** ঘরকে আবাদকারীরাই হলো (প্রকৃত) **আল্লাহ** ওয়ালা। **(মু'জামু আওসাত, ২/৫৮, হাদীস ২৫০২)**

(২) যে ব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের মাহবুব (অর্থাৎ প্রিয়) বান্দা বানিয়ে নেন। **(মু'জামু আওসাত,**

১. এই বিয়বস্তু ৮ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিজরীতে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার সাহায্যে প্রস্তুত করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে চেক করানোর পর উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

৪/৪০০, হাদীস ৬৩৮৩) (৩) যখন কোন বান্দা যিকির বা নামাযের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয় তবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি প্রদান করেন, যেমনটি যখন কোন হারিয়ে যাওয়া লোক ফিরে আসে তখন পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি খুশি হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৮, হাদীস ৮০০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত প্রসারের জন্য মসজিদ আবাদ করারও সংকল্প রাখে, এই উদ্দেশ্যে একক প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আশিকানে রাসূলকে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মসজিদে ফজরের নামাযের পর তাফসীর শুনা ও শুনানোর হালকা এবং যেকোন নামাযের পর ফয়যানে সুন্নাতের দরসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, এছাড়াও সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও বিভিন্ন সময়ে হওয়া তরবিয়্যতি ইজতিমাও মসজিদে হয়ে থাকে, মাদানী মুযাকারাও মসজিদে (অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা) হয়ে থাকে, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য সারা দুনিয়ায় সফর করা আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলাও সাধারণত মসজিদে অবস্থান করে, যা মসজিদ আবাদ করার একটি অনন্য মাধ্যম। আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: (১) যে (ব্যক্তি) **আল্লাহ পাকের** জন্য মসজিদ নিমার্ণ করবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন। (মুসলিম, ১২১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪৭১) (২) মসজিদ নির্মাণ করো আর তা সংরক্ষণ করো। (মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ১/৩৪৪, হাদীস ৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী যেমন 'মসজিদ ভরো কার্যক্রম' তেমনি 'মসজিদ বানাও কার্যক্রম'ও, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** 'খুদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগ' মসজিদ নির্মাণ, আবাদ করা এবং মসজিদের কর্মচারীদের (Staff) বেতনের (Salaries) ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য সচেষ্ট রয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ২০১৭ সালে মুর্শিদের দেশেই ৭২৩টি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে আর চলতি বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে اِنْ شَآءَ الله ১২০০টি মসজিদ নির্মাণের টার্গেট রয়েছে, যার মধ্যে ৫৯১টি মসজিদের নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য ৫৪৭টি প্লট (Plots) সংগ্রহ করা হয়েছে।

কর মসজিদেঁ আ'বাদ তেরী কবর হো আ'বাদ
ফেরদৌস আতা কর কে খোদা তুঝ কো করে শাদ

নিজের আখিরাত সজ্জিত করতে আপনিও মসজিদ নির্মাণে অংশ নিন। খুদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগের (**দা'ওয়াতে**

ইসলামী) Email:masajid@dawateislami.net এ যোগাযোগ করুন। (মাসিক ফয়যানে মদীনা, জুমাদিউল আখির ১৪৩৯ হিঃ)

অযু খানার মাদানী ফুল

☆ অযু করার পূর্বে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৯৩) আজকাল সাধারণত এ্যটাচ ব্যাথ (Attach Bath) বানানো হয়, এমতাবস্থায় যদি পায়খানা-প্রস্রাব সেরে বাইরে বের না হয়েই সেখানকার বেসিনে অযু করতে হয় তবে অযুর দোয়া ইত্যাদি পড়তে পারবে না। ☆ পায়খানা-প্রশ্রাব সেরে যদি অযু করতে হয় তবে ওয়াশরুম থেকে বাইরে বের হয়ে আসুন, পায়খানা থেকে বের হওয়ার দোয়া পাঠ করুন, এবার অযুর পূর্বের দোয়া পাঠ করে ভেতরে প্রবেশ করুন এবং অযু করে নিন। ☆ W.C বা কমোডকে (Commode) স্লাইডিং ডোর (Sliding Door) লাগিয়ে আলাদা করে দিন, শুধুমাত্র পর্দা ইত্যাদি লাগালে কাজ হবে না। এমতাবস্থায় পায়খানা-প্রশ্রাব সেরে স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে অযু করার সময় দোয়া ইত্যাদি পাঠ করতে পারবেন। ☆ এরজন্য বড় ওয়াশরুম (Wash Room) হওয়াটা জরুরী নয় বরং ছোট ওয়াশরুমেও স্লাইডিং ডোর লাগিয়ে পার্টিশন (Pertition) করা যায়। ☆ আমার ঘরের ওয়াশরুমও ছোট

কিন্তু এই ব্যবস্থায় পার্টিশন দেয়া হয়েছে, ফয়যানে মদীনার অফিসেও অযুখানা বানানো হয়েছে। ☆ আফসোসের বিষয় হলো যে, ঘরে দুনিয়ার সকল সুযোগ সুবিধার (Facilities) ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু একটি নলের অযুখানা বানানো হয়না। (মাসিক ফয়যানে মদীনা, জুমাদিউল উলা ১৪৩৮ হিঃ)

নামাযের কিছু প্রয়োজনীয় মাসআলা

হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে করে না, নামায তাকে বলে: "**আল্লাহ পাক** তোমাকে ধ্বংস করুক, যেমনিভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করেছো, অতঃপর সেই নামাযকে পুরাতন কাপড়ের মতো জড়িয়ে নিয়ে নামাযীর মুখে ছুড়ে মারা হয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/১৪৪, হাদীস ৩১৪০) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: নিকৃষ্ট চোর হলো সে, যে নামাযে চুরি করে। আরয করা হলো: নামাযের চোর কে? ইরশাদ করলেন: ঐ ব্যক্তি, যে রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে করে না। (মুসনাদে আহমদ, ৮/৩৮৬, হাদীস ২২৭০৫) বর্তমানে নামাযে হওয়া সাধারণ ভুল সমূহের (Common Mistakes) মধ্যে কয়েকটির প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি:

☆ রুকুতে ঝুঁকার সর্বনিম্ন সীমা হলো যে, হাত বাড়ালেই হাটু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া আর পূর্ণ রুকু হলো যে,

www.dawateislami.net

পিঠ সোজা বিছিয়ে দেয়া। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫১৩) ✯ রুকুর জন্য ঝুঁকা নামাযে ফরয আর সেখানে কিছুক্ষণ স্থির থাকা অর্থাৎ প্রশান্তির সাথে রুকু করা ওয়াজিব। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৭৫) ✯ কোন নরম জিনিস যেমন; ঘাস, রুই, কার্পেট ইত্যাদির উপর সিজদা করা অবস্থায় কপাল ও নাকের হাড়কে এতটুকু চাপ দেয়া জরুরী যে, আর চাপ দেয়া যাবে না। যদি কপাল এতটুকু না চাপে তবে নামাযই হবে না, আর নাকের হাড় এতটুকু না চাপলে তবে নামায মাকরুহে তাহরীমি হবে এবং তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে। (আলমগিরী, ১/৭০) ✯ সিজদায় পায়ের এক আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগানো ফরয আর উভয় পায়ের অধিকাংশ আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগানো ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩/২৫৩) ✯ রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব তাছাড়া এর মাঝে কমপক্ষে একবার سُبْحٰنَ الله বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করাও ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫১৮) ✯ এক রুকনে তিনবার চুলকালে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, অর্থাৎ একবার চুলকিয়ে হাত সরালো অতঃপর দ্বিতীয়বার চুলকিয়ে সরালো এখন তৃতীয়বার চুলকাতেই নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে আর যদি একবার হাত রেখে কয়েকবার চুলকিয়ে নেয় তবে একবারই চুলকালো বলে গণ্য হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৬১৪)

www.dawateislami.net

☆ ইমামের পূর্বে মুক্তাদির রুকু ও সিজদায় চলে যাওয়া বা ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো (মাকরুহে তাহরীমি) (বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৬, ৩য় অংশ) ☆ নামাযে চেহারা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকানো মাকরুহে তাহরীমি। আর চেহারা না ঘুরিয়ে অপ্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো মাকরুহে তানযিহি। (বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৬, ৩য় অংশ) (নামাযের মাসআলা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে বাহারে শরীয়াত ৩য় অংশ এবং "নামাযের আহকাম" অধ্যয়ন করুন) (মাসিক ফয়যানে মদীনা, শা'বান ১৪৩৯ হিঃ)

ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের আদব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

☆ মসজিদকে সব ধরণের দূর্গন্ধ থেকে বাঁচান ☆ মসজিদে কোন ধরণের আবর্জনা কখনোই ফেলবেন না বরং সম্ভব হলে মসজিদে দৃষ্টিগোছর হওয়া খড়কুটো এবং চুলের গুচ্ছ ইত্যাদি উঠিয়ে রাখার জন্য নিজের পকেটে একটি ব্যাগ (বা ছোট খাম) রাখুন ☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মসজিদ হতে কষ্টকর বস্তু উঠিয়ে নেয়, **আল্লাহ পাক** জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানাবেন। (ইবনে মাজাহ, ১/৪১৯, হাদীস ৭৫৭) ☆ নিজের ঘাম ও মুখের লালা ইত্যাদির দূষণ থেকে মসজিদের মেঝে, পাটি বা কার্পেটকে

www.dawateislami.net

বাঁচার জন্য ইতিকাফকারীরা শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত চাদর বা চাটাইয়ে ঘুমান ☆ অযুখানা ফিনায়ে মসজিদে হওয়া অবস্থায় মাথায় তেল দেয়া, মাথা আঁচড়ানো সেখানেই করুন এবং যেসব চুল ঝরে পড়বে তা উঠিয়ে নিন ☆ খাবার ফিনায়ে মসজিদে তাও দস্তরখানা বিছিয়ে এর উপর খাবেন, নামাযের পাটির উপর কখনোই খাবেন না ☆ ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদের ভেতর প্রয়োজনে দুনিয়াবী কথা বলার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এতেও জরুরী যে, কোন নামাযী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির যেনো কষ্ট না হয়, অপ্রয়োজনে দুনিয়াবী আলাপের অনুমতি নেই ☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, মসজিদে দুনিয়াবী আলাপ হবে, তোমরা তাদের সাথে বসো না, কেননা **আল্লাহ পাকের** এরূপ লোকের কোন প্রয়োজন নেই।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৮৬, হাদীস ২৯৬২) ☆ মসজিদে শান্ত, চুপচাপ ও নিরব থাকুন, নিজেও হাসবেন না অপরকেও হাসাবেন না, তবে হ্যাঁ! প্রয়োজনে মুচকি হাসালে সমস্যা নেই। ☆ মসজিদের দেয়াল, মেঝে, চাটাই বা পাটির উপর বা নিচে থুথু ফেলা, নাক পরিষ্কার করা, নাক বা কানের ময়লা বের করে লাগানো ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকুন ☆ অযুর অঙ্গসমূহ থেকে অযুর পানির ফোঁটা মসজিদের মেঝেতে পড়া নাজায়িয ও গুনাহ

www.dawateislami.net

☆ মসজিদে দৌঁড়ানো বা সজোরে পা রাখা, যার ফলে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, তা নিষেধ। মসজিদে হাঁচি, কাশি, ঢেকুর ও হাই ইত্যাদির আওয়াজ যতটুকু সম্ভব দমিয়ে রাখুন ☆ মসজিদের মেঝেতে কোন জিনিস যেমন; টুপি, চাদর, কাট, ছাতা, পাখা ইত্যাদি ধীরে রাখুন, ছুড়ে মারা থেকে বেঁচে থাকুন ☆ কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা তো সব জায়গায় নিষেধ, মসজিদে কোন দিকেই পা প্রসারিত করবেন না, কেননা এটা **আল্লাহ**র দরবারের আদবের পরিপন্থী ☆ ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার অভ্যাস করুন, কেননা অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে অনেক সময় মুখে দূর্গন্ধ হওয়ার রোগ সৃষ্টি হয় আর মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হলে মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। ☆ কাঁচা মূলা, কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা রসুন এবং ঐসকল জিনিস যার গন্ধ অপছন্দনীয়, তা খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ☆ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন বা গিন্দানা (রসুনের ন্যায় এক প্রকার তরকারী) খেলো, সে যেনো আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে। (আবু দাউদ, ৩/৫০৬, হাদীস ৩৮২৭) ☆ মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুধুমাত্র প্রয়োজনেই করুন ☆ বিশেষকরে শুধু ইতিকাফকারীরা নয় বরং সাধানরত সকলেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন ☆ মসজিদে অবুঝ শিশুদের আনবেন না।

www.dawateislami.net

করম আয পায়ে মুস্তফা মেরে রব হো,
মুঝে মসজিদোঁ কা মুয়াসসার আদব হো।

(ফয়যানে রমযান, ২৮০-৩০১ পৃষ্ঠা) (মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মোবারক ১৪৩৯ হিঃ)

প্রিয় নবী ﷺ এর বাণী

যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে উচ্চস্বরে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজতে শুনবে তখন সে বলবে: لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** সেই হারিয়ে যাওয়া জিনিস তোমাকে মিলিয়ে না দিক, কেননা মসজিদ এই কাজের জন্য বানানো হয়নি।

(মুসলিম, ২২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৬০)

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখাঃ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক ইসলামী ভাইকে লিখিত নেকীর দাওয়াত;
"আপনাকে রমযানুল মোবারক মাসের ইতিকাফ করার জন্য দাওয়াত পেশ করছি।"

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জলপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net